

## বেদেরাও মুসলিম

বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নাম বেদে সম্প্রদায়। বাংলা একাডেমির তথ্য অনুযায়ী এটি আরবি “বাদিয়াহ” শব্দ থেকে এসেছে। “বাদিয়াহ” শব্দের অর্থ যাযাবর। তাই বেদে মানেও ভ্রমণশীল বা ভবঘুরে। অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে তারা বাদিয়া, বেদিয়া, বাইদিয়া, বেদে, বেদেনী, বাইদ্যা, বাইদ্যানী, সাপুড়ে, সাপুড়িয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাপিড়িয়ার তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ১৭ লাখ বেদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নদীনির্ভর বাংলাদেশে বেদেদের বাহন নৌকা। নৌকায় সংসার আবার নৌকা নিয়ে তারা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ধর্মের দিক দিয়ে তারা মুসলিম। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া বাজার সংলগ্ন খৈইরা এলাকায় বেদেদের বিশাল একটি অংশ বসবাস করে। সেখানে তাদের কয়েকটি লোকালয়ও গড়ে উঠেছে। তাদের দাবি মতে-এখানেই দীর্ঘ দিন ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছে। এছাড়াও সমাজবদ্ধভাবে সম্প্রতিকালে তাদের আরো কয়েকটি পল্লী গড়ে উঠে। যেমন আমিন বাজারের আশে পাশে এবং সাভারে, ঢাকা রামপুরায়, ঢাকা সাইনবোর্ড এলাকায়।

এছাড়াও সাভার, সুনামগঞ্জ, গাজীপুরের জয়দেবপুর, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, মিরসরাই, তিনটুরী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, এনায়েতগঞ্জ, ফেনীর সোনাগাজী, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এসব বেদেরা ব্যবসায়িক কারণে অস্থায়ী বাসবাস করে থাকে। কেউ কেউ আবার সেখানেই জায়গা-জমি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তবে তাদের অধিকাংশ লোকেরই স্থায়ী বসবাসের জন্য কোন জায়গা-জমি নেই। তাদের জীবনমরণ সেই নৌকাতেই। আবার তাদের মধ্যে যারা জায়গা জমি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন, এটাও খুবই সংকীর্ণ। কারণ পুরুষরা হকারী ব্যবসায় জড়িত এবং সাপুড়ে, ডুবুরী, যাদুসহ অন্যান্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মহিলারা সিঙ্গা, দাঁতের পোকা সারানোর কবিরাদি ব্যবস্যা করে। যেহেতু এই ব্যবসাগুলো বিভিন্ন গ্রামে-গ্রামে এবং লোকালয়ে অথবা বাজারে করতে হয়; তাই তাদের বছরের অধিকাংশ সময় বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী বসবাস গড়ে তুলতে হয়। সাধারণত তারা ছোটছোট নৌকা করে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নদীর পাড়ে অথবা স্কুলের মাঠের কোনায়, সরকারি কোন পরিত্যক্ত জায়গায় বা রাস্তার পাশে অস্থায়ী তাবু নির্মাণ করে সেখানেই তারা মানবেতর জীবন যাপন করেন। দশদিন অথবা পনের দিনের জন্য মঞ্জিল করে থাকেন এবং উক্ত দিনগুলোতে তারা ঐ সমস্ত এলাকায় তাদের পরিভাষায় গ্রাম করে থাকেন। এভাবেই তারা এক-এক এলাকা থেকে এক-এক এলাকায় পাড়ি জমান। আর এ নিয়মেই তারা দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান।

প্রতিটি পরিবারে নিজস্ব নৌকা থাকে। কয়েকটি পরিবার ও নৌকা নিয়ে হয় দল আর কয়েকটি দল নিয়ে হয় বহর। কয়েকটি বহর নিয়ে গঠিত হয় উপগোত্র। বহরের দলপতি সরদার নামে পরিচিত। প্রতি বহরের জন্য আছেন একজন করে দলপতি যিনি সরদার নামে পরিচিত। সরদার তার বহরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন করে পরিচালকের মাধ্যমে তার কাজ পরিচালনা করেন। সরদার প্রতিটি দলের বাণিজ্যপথ ও এলাকা নির্ধারণ করেন যাতে দলের অন্যান্য সদস্য প্রয়োজনের সময় তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। বহরের প্রশাসনিক ও নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার সকল দায়িত্ব সরদারের। সরদার নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তি দেন ও বিভিন্ন বিরোধের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে রায় দেন।

আর মজার ব্যাপার হল- তাদের মাঝে যদি কোন চুরির ঘটনা ঘটে তাহলে সরদার কর্তৃক সন্দেহজনিত লোকদের জেরা করেন। জেরা করে যদি চোরকে নির্দিষ্ট করতে না পারে, তাহলে, সরদার কর্তৃক চূড়ান্ত জেরা হল সকলকে গোসল করে কুরআন হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা। আর কুরআন হাতে দেওয়ার পর অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়নি এটা বিরল। অর্থাৎ কুরআনের সম্মান এবং মর্যাদা তাদের মাঝে এখনো জীবন থেকে অনেক বড়। বিচার কাজের শুরুতেই বাদি-বিবাদি উভয় পক্ষকেই জামানত হিসেবে সরদারের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখতে হয়। বিচারে যে হেরে যায় তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এই বাজেয়াপ্ত অর্থ খরচ করে বহরের লোকদের খাওয়ানো হয়। পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন দল গাওয়াল থেকে স্থায়ী ঠিকানায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হলে সরদার কৈফিয়ৎ তলব করে শাস্তি দিতে পারেন। সরদারের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহরের। বিয়ের সময় সরদারকে বিশেষ ফিস দিতে হয়। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও সরদার উপহার পেয়ে থাকেন।

বছরে একবার তারা যেখানেই থাকুক না কেন সকলেই একত্রিত হয়ে থাকে। মুন্সিগঞ্জ এর খৈরা এলাকায় অথবা বেদেদের অন্যান্য সমাজবদ্ধ এলাকায়। সেখানে যাদের বাড়ি-ঘর আছে, তারা তো তাদের বাড়িতে থাকেন আর যাদের নিজস্ব কোন বাড়ি-ঘর নেই তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁবু গেড়ে থাকেন। আর এক বছরের তাদের বিবাহ শাদি আচার-অনুষ্ঠান এবং দেনদরবার বিচারাদি অর্থাৎ এক বছর তাদের চলার পথে কোন ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকলে তার মীমাংসা ও সমাধান করে নেয়।

বেদে সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান তারা নিজেদের মধ্যেই করে থাকেন। সাধারণত তাদের কোন মামলা সরকারি আদালতে নেই। তাদের বিবাহ শাদী (ইজাব কবুল) অর্থাৎ মুসলিম পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর বিবাহ-শাদী বিচার আচার সব গোত্র প্রধান সরদার কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

এভাবে বেড়ে উঠে তাদের শিশুরাও, জন্মের পর থেকেই তারা মা বাবার সাথে শুরু হয়ে যায় তাদের জীবন যুদ্ধের অভিযাত্রা। নৌকায় রান্না নৌকায় খাওয়া সেখানেই আবার রাত্রি যাপন। রাত্রি শেষে সকালের সূর্য আলোকিত হওয়ার পরেই আবার ছুটে চলে গ্রাম থেকে গ্রামে মায়ের পিছে-পিছে জীবীকার তাগিদে। এরা পায় না শিক্ষার আলো, এরা জানেনা শিক্ষিত হয়ে মানুষ কী করে। স্কুল মাদরাসা বলতেই তারা বুঝে এখানে ছেলে মেয়েরা দলবেঁধে আসে আবার চলে যায়। ধর্মীয় শিক্ষা বলতে তারা মা-বাবার থেকে শিখে আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্ম ইসলাম আমাদের আল্লাহ এক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরা জানে না সামাজিক কৃষ্টিকালচার ও সংস্কৃতি কী? কারণ এ সমাজে সামাজিকভাবে বসবাস করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এই শিশুরা বড় হয়ে মানুষ বলতে এতটুকুই বুঝে যে, সারাদিন কাজ করে কিছু টাকা পয়সা কামাই করা। কিছু সদাই করে রান্না- বান্না করে খেয়ে দেয়ে জীবন যাপন করা। সব ধরনের সামাজিক (একথায় শিশুর) অধিকার থেকে বঞ্চিত। এভাবেই চলছে তাদের দিনকে দিন মাসের পর মাস বছরকে বছর, যুগ থেকে যুগ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যাযাবরের জীবন যাত্রা। কেউ জানে না এরা কারা কোথায় থেকে তাদের আগমন আর কোথায় এই বেদে সম্প্রদায়ের অভিযাত্রা। তারা সমাজের সব জায়গায় ঘৃণিত অবহেলিত নির্ধাতিত নিষ্পেষিত বৈষম্যের শিকার। শুধু তাই নয়, তারা মুসলিম হয়েও মুসলিম কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার শিকার। তারা মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়তে গিয়েও নামাজ পড়তে পারে না; কারণ তারা নিচু জাতির লোক। এমনকি ঈদের দিনেও তারা স্থানীয় মুসলিমদের সাথে একত্রে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার অধিকার পায়নি। স্থানীয়রা নামাজ পড়ে যাওয়ার পর ঈদগাহে দ্বিতীয়- তৃতীয় জামাত হত বেদে মুসলিমদের। যদিও বা এই সাম্প্রদায়িকতা এখন আর আগের মতো নেই। সাম্প্রতিক কালে তারা বাংলাদেশ সরকারের নাগরিকত্বও পেয়েছে, এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই আবার এখন অনেকে ইউ.পি মেম্বরও হয়েছে। কিন্তু তাদের আদি যাত্রার কথা কেউ জানে না। সেই আজানা কৌতূহল থেকেই এক অবিশ্বাস্য ইতিহাসের সূচনা। প্রিয় পাঠক! যেই ইতিহাসটি সকল মুসলিমকে অবগত করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র লিখনী।

বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠী নিয়ে পড়া লেখার সুবাদে গবেষণায় আমাদের সামনে আসে বেদে সম্প্রদায়। প্রাথমিকভাবে ২০০৮ সালের এক গবেষণাপত্র থেকে জানতে পারি তাদের কৃষ্টি কালচার ও অবস্থান সম্পর্কে। বর্তমান তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে আমাদের ইনস্টিটিউট এর সকল ছাত্রদের পাঁচ দিনের একটি সফর ছিল মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া বাজারের পাশের বেদে পল্লীতে। স্থানীয়দের পরিভাষায় তাদেরকে মাছা বলা হয়। আর স্থানীয়দেরকে বলা হয়, গিরহস্থ। এদের মাঝে যারা মোটামোটি ধর্মীয় জ্ঞান রাখেন তাদের থেকে তাদের আদিযাত্রার কথা এভাবেই জানা যায়। ‘আমাদের পূর্বপুরুষরা ইয়ামান থেকে নৌকা যোগে ইসলাম প্রচার করে এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছিলেন। যেহেতু ভূমিতে এখনো ইসলামী রাজ্য কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই আমরা এখনো নৌকায় বসবাস করছি। যখন সমতল ভূমিতে ইসলামী রাজ্য কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন থেকে আমরা ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করব। অথচ তাদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই। তারপরও তাদের- আমার ধর্ম ইসলাম,

আমি মুসলিম, আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এই তিনটি কথার ওপর এতই মজবুত যে, তাদেরকে কোন লোভ লালসা এবং ভয়-ভীতি তাদের অন্তর থেকে তা সরাতে পারেনি। প্রিয় পাঠক! আমরা একটি ঘটনা থেকেও বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। ২০০৮ সালের জাতীয় দৈনিকে রিপোর্ট হয়েছিল যে, খ্রিস্টান-মিশনারিদের দেওয়া নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা। আসলে বেদে সম্প্রদায়ের দরিদ্রাতার সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদেরকে নৌকা বানিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেবার নামে যখন তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তখনি তাদের মাঝে জেগে-উঠেছে ঈমানি চেতনা। তারা মিশনারিদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, আমরা মুসলিম আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতএব আমরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারবো না। তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের দেওয়া নৌকা তোমরা নেয়ে যাও। শুধু তাই নয় তারা নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তবে তাদের আদি কৃষ্টি কালচার এখন আর আগের মতো নেই। আধুনিকতার ছোবলে অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। তাই জাতির কাছে আমার আকুতি- এ সমাজ কি তাদের দিকে ফিরে তাকাবে না! এ সমাজের আলেমরাও কি আমার এই বেদে মুসলিম ভাইদের দিকে একটি বারের জন্যও ফিরে তাকাবে না!! যারা এদেশে আমাদের জন্য ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন আজ তারাই ইসলাম শূন্য এ কেমন মানবতা!!!